যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১২২৯

১/ বিবিধ

আরবী

اغسلوا قتلاكم

منكر

أخرجه ابن عدي في " الكامل " (107/1) : حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور الدقاق: حدثنا الفضل بن الصباح: حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة بن أبي سفيان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره ، وقال ابن عدي

وهذا الحديث بهذا الإسناد لم نكتبه إلا عن ابن سابور

قلت: ورجاله ثقات رجال " التهذيب " غير ابن سابور هذا، فقد ترجمه الخطيب في " تاريخ بغداد " (4/225) وروى عن الدارقطني أنه قال فيه: " ثقة ". ثم أشار الخطيب إلى أنه وهم في إسناد حديث، فروى من طريقه: حدثنا بركة بن محمد الحلبي

: حدثنا يوسف بن أسباط: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أنس

أن عائشة قالت

ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط

قال الخطيب

لا أعلم رواه عن بركة بن محمد هكذا غير ابن سابور، والمحفوظ عن بركة ما

أخبرنيه أبو القاسم الأزهري ... : حدثنا عبد الله بن أبي سفيان - بالموصل حدثنا بركة ابن محمد الحلبي: حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان عن محمد بن جحادة به

يعني أنه أخطأ في إسناده، فذكر سفيان مكان حماد

وقال الذهبي في ترجمة حنظلة بن أبي سفيان بعد أن ذكر أنه ثقة بإجماع

" ثم ساق له ابن عدي حديثا منكرا، ولعله وقع الخلل فيه من الرواة إليه، فقال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن سابور.. (فذكره، وقال) رواته ثقات، ونكارته بينة

قلت: ووجه النكارة أنه جاء في أحاديث كثيرة ترك النبي صلى الله عليه وسلم غسل الشهداء منها حديث جابر بن عبد الله مرفوعا

ادفنوهم في دمائهم (يعني شهداء أحد) ، ولم يغسلهم

أخرجه البخاري وغيره. وفي رواية لأحمد

لا تغسلوهم، فإن كل جرح يفوح مسكا يوم القيامة

وهو صحيح أيضا على ما بينته في " أحكام الجنائز " (ص 54 - طبع المكتب الإسلامي)

والتعليل المذكور في الحديث دليل واضح على أنه لا يشرع غسل الشهيد، ولذلك كان الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه منكرا، وأنا أظن أن الخطأ من ابن سابور، فإنه وإن وثقه الدارقطني، فقد أثبت الخطيب وهمه في إسناد حديث عائشة المتقدم، فيظهر أنه وهم في هذا أيضا متنا

والحديث أورده عبد الحق في " أحكامه " (1926 - بتحقيقي) من رواية ابن عدي وقال

" وحنظلة ثقة مشهور، وإسحاق بن سليمان ثقة، والفضل بن الصباح وابن سابور كتبتهما حتى أنظرهما

قلت: أما ابن الصباح فهو أبو العباس السمسار، وهو من رجال الترمذي وابن

ماجه، وترجم له الخطيب (12/361 ـ 362) وروى بإسنادين له عن ابن معين أنه ثقة، وعن البغوي أنه كان من خيار عباد الله
وأما ابن سابور، فقد عرفت حاله

বাংলা

১২২৯। তোমরা তোমাদের নিহত ব্যক্তিদের গোসল প্রদান কর।

হাদীসটি মুনকার।

হাদীসটি ইবনু আদী “আল-কামেল” গ্রন্থে (১/১০৭) আহমাদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনে সাবূর দাকাক্ব হতে, তিনি ফাযল ইবনুস সাবাহ হতে, তিনি ইসহাক ইবনু সুলাইমান রাযী হতে, তিনি জানযালাহ ইবনু আবী সুফইয়ান হতে, তিনি নাফে’ হতে, তিনি ইবনু উমার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ...।

ইবনু আদী বলেনঃ এ হাদীসটিকে এ সনদে একমাত্র ইবনু সাবুর হতেই আমরা লিখেছি।

আমি (আলবানী) বলছিঃ ইবনু সাবুর ব্যতীত হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য। খাতীব আল-বাগদাদী “তারীখু বাগদাদ” গ্রন্থে (৪/২২৫) তার জীবনী বর্ণনা করতে গিয়ে বাইহাকীর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেছেন তিনি তার সম্পর্কে বলেনঃ তিনি নির্ভরযোগ্য। তারপর খাতীব ইঙ্গিত করেছেন এ সনদে এটি তার ধারণা মাত্র। কারণ ইবনু সাবূর বারাকা ইবনু মুহাম্মাদ হালাবী সূত্রে ইবনু মুহাম্মাদ হালাবী হতে ... অন্য একটি হাদীস নিম্নের ভাষায় বর্ণনা করেছেনঃ

আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “আমি কখনও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর গুপ্তাঙ্গ দেখিনি।” খাতীব বলেনঃ বারাকাহ ইবনু মুহাম্মাদ হতে ইবনু সাবূর ব্যতীত অন্য কেউ এভাবে বর্ণনা করেছেন বলে আমি জানিনা।

হাফিয যাহাবী বর্ণনাকারী হানযালাহ ইবনু আবী সুফিয়ানের জীবনীতে তাকে সকলের ঐকমত্যে নির্ভরযোগ্য আখ্যা দেয়ার পর বলেছেনঃ ইবনু আদী তার একটি মুনকার হাদীস উল্লেখ করে বলেছেনঃ আহমাদ ইবনু আবদিল্লাহ ইবনে সাবূর কর্তৃক বর্ণনাকৃত হাদীসটির বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য এবং তার হাদীসটির অগ্রহণযোগ্যতা সুস্পষ্ট।

আমি (আলবানী) বলছিঃ হাদীসটি মুনকার (অগ্রহণযোগ্য) হওয়ার কারণ এই যে, বহু হাদীসের মধ্যে এসেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শহীদদের গোসল দেয়াকে ত্যাগ করেছেন। যেমন জাবের ইবনু আদিল্লাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত নিম্নের মারফু হাদীসঃ “তোমরা তাদেরকে (অর্থাৎ উহুদ যুদ্ধের শহীদদেরকে) তাদের রক্ত সহকারেই দাফন করো। তিনি তাদেরকে গোসল করাননি।” এটি ইমাম বুখারী প্রমুখ বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমাদের এক বর্ণনায় এসেছেঃ “তোমরা তাদেরকে গোসল দিও না। কারণ প্রত্যেক ক্ষত বিক্ষত অংশ থেকে কিয়ামতের দিন সুগন্ধি বের হবে। এটিও সহীহ যেমনটি আমি “আহকামুল জানায়েয” গ্রন্থে ব্যাখ্যা প্রদান করেছি।

এ হাদীসের মধ্যে গোসল না দেয়ার উক্ত কারণ প্রমাণ বহন করছে যে, শহীদকে গোসল দেয়া শারীয়াত সমর্থিত নয়। এ কারণেই আলোচ্য হাদীসটি মুনকার। আমার ধারণা ইবনু সাবূর হতেই ভুল সংঘটিত হয়েছে। কারণ তাকে দারাকুতনী নির্ভরযোগ্য আখ্যা দিলেও আল-খাতীব আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসের সনদে তার সন্দেহমূলক বর্ণনা করাকে সাব্যস্ত করেছেন। অতএব স্পষ্ট হচ্ছে যে, তিনি সন্দেহবশতই হাদীসটির ভাষা বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটি আব্দুল হক তার “আহকাম” গ্রন্থে (১৯২৬) ইবনু আদীর বর্ণনায় উল্লেখ করে বলেছেনঃ বর্ণনাকারী হানযালা প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য, ইসহাক ইবনু সুলাইমান নির্ভরযোগ্য। আর ফাযল ইবনুস সাবাহ ও ইবনু সাবূরকে আমি লিখেছি তাদের দু’জনকে যাচাই বাছাই করার জন্য।

হাদিসের মান: মুনকার (সহীহ হাদীসের বিপরীত) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72108

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন